ফেৎনা সৃষ্টিকারী আহলে হাদিসদের একটি আপত্তিকর প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা

★তাদের প্রশ্ন**>>**

ইমামতির প্রাথমিক শর্তগুলো যদি উপস্থিত সকলের সমান হয়, তাহলে এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাবে, যার স্ত্রী সুন্দরী। এ গুণেও যদি সমান হয়, তাহলে ইমাম ঐ ব্যক্তি হবে, যার মাথা বড় এবং অঙ্গ ছোট হয়। তারপর অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অঙ্গ মানে হল [লজ্জা স্থান] এ কেমন অদ্ভুত বিধান ফিকহে হানাফির?

★জবাব**>>**

তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ এর ইবারত এবং আদ্দুররুর মুখতারের ইবারত প্রায় কাছাকাছি। তাই শুধু আদ্দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতারের উপর আরোপিত প্রশ্নটির উত্তর দিলেই মারাকিল ফালাহের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে।

আসলে কী আছে আদ্দুররুল মুখতার ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রদ্দুল মুহতারে, আসুন প্রথমে সেটা জানার চেষ্টা করি:

★আদ্দুররুল মুখতার প্রণেতা ইমামতির অধিক হক্বদার কে হবে***?*** এর আলোচনা করতে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে**>>**

১- যে ব্যক্তি নামাযের মাসআলার ব্যাপারে অধিক জানে উক্ত ব্যক্তি ইমামতির অধিক যোগ্য হবে।
যদি উপস্থিত সবাই নামাযের মাসআলায় সমান জ্ঞানী হয়, তাহলে-

২- উপস্থিতদের মাঝে যার কিরাত সুন্দর হয়, সে ইমাম হবে।
যদি এতেও সবাই বরাবর হয়, তাহলে-

৩- ঐ ব্যক্তি ইমাম হবে, যে অধিক বুজুর্গ তথা সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেশি পরিমান বেঁচে থাকে।
যদি এতেও সবাই সমান সমান হয়, তাহলে-

৪- যে ব্যক্তি সবার চেয়ে বয়সে বড় হবে বা ইসলাম আগে গ্রহণ করেছে সে হবে ইমাম।
যদি এ গুণেও উপস্থিত সবাই সমান হয়, তাহলে-

৫- যার চরিত্র উত্তম।

যদিও এতেও সবাই বরাবর হয়, তাহলে-

৬- যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ তাহাজ্জুদ পড়ে উক্ত ব্যক্তি হবে ইমাম।
যদি এ গুণেও সবাই সমান গুণান্বিত হয়, তাহলে-

৭- বংশের দিক থেকে যে ব্যক্তি উত্তম হবে সে ইমাম হবে।
যদি এতেও সবাই বরাবর হয়, তাহলে-

৮- যে ব্যক্তি অধিক অভিজাত হবে সে ইমাম হবে।
যদি এতেও সবাই বরাবর হয়, তাহলে-

৯- যার কন্ঠ অধিক সুন্দর হবে সে ইমাম হওয়ার অধিক হকদার হবে।

★যদি উল্লেখিত সকল গুণে সবাই সমান সমান হয় তাহলে-
ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً ثُمَّ الْأَكْثَرُ مَالًا ، ثُمَّ الْأَكْثَرُ جَاهًا (ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا) ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوً

[ইমামতীর হক্বদার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সকল গুণ উপস্থিত সবার মাঝে সমান হলে]
১০- তারপর প্রাধান্য পাবে ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী সুন্দরী। ১১- তারপর যার সম্পদ বেশি।
১২- তারপর যার ক্ষমতা বেশি।
১৩- তারপর যার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন।
১৪- তারপর যার মাথা বড় আর অঙ্গ ছোট। {আদ্দুররুল মুখতার মা'আ রাদ্দিল মুহতার-২/২৯৫-২৯৬}

★রদ্দুল মুহতারে উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে-

(قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً) لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعَفَّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا .

وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَوْ الْأَرْحَامِ أَوْ الْجِيرَانِ ، إذْ لَيْسَ الْمُرَادَ أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَوْصَافَ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ زَوْجَةً

“তারপর প্রাধান্য পাবে ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী সুন্দরী”

অর্থ: কারণ এক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা থাকবে অধিক বেশি, ফলে অন্য মহিলাদের সাথে সম্পর্ক করা থেকে সে থাকবে অধিক নিরাপদ।

আর এ বিষয়টি [কার স্ত্রী সুন্দরী] জানা যাবে সাথী সঙ্গী কিংবা প্রতিবেশি বা নিকত্মীয়গণ থেকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, উপস্থিত সবাই স্বীয় স্ত্রীর গুণাবলী বলতে শুরু করে দিবে, যাতে কার স্ত্রী সুন্দরী তা জানা যায়।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَكْثَرُ مَالًا) إذْ بِكَثْرَتِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَوْصَافِ يَحْصُلُ لَهُ الْقَنَاعَةُ وَالْعِفَّةُ فَيَرْغَبُ النَّاسُ فِيهِ أَكْثَرَ)

“তারপর যার সম্পদ বেশি”

অর্থ: যেহেতু পূর্বোল্লিখিত গুণসহ অধিক সম্পদশালীও হয়, তাহলে তার মাঝে অল্পে তুষ্টতা এবং আখলাকের পরিচ্ছন্নতা বেশি থাকা স্বাভাবিক। আর এমন ব্যক্তির প্রতি [স্বাভাবিকভাবে] মানুষের আগ্রহ থাকে বেশি।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا إلَخْ) لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كِبَرِ الْعَقْلِ يَعْنِي مَعَ مُنَاسَبَةِ الْأَعْضَاءِ لَهُ وَإِلَّا فَلَوْ فَحُشَ الرَّأْسُ كِبَرًا وَالْأَعْضَاءُ صِغَرًا كَانَ دَلَالَةً عَلَى اخْتِلَالِ تَرْكِيبِ مِزَاجِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعَدَمِ اعْتِدَالِ عَقْلِهِ.

وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ ؛ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا لَا يَلِيقُ أَنْ يُذْكَرَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُكْتَبَ ا هـ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا قِيلَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضْوِ الذَّكَرُ

“তারপর যার মাথা বড় আর অঙ্গ ছোট”

অর্থ: কেননা, এটা প্রমাণ বহন করে যে, লোকটির আকল/বুদ্ধিমত্তা বেশি, অর্থাৎ বাকি অঙ্গ সামাঞ্জস্যশীল হওয়ার সাথে সাথে। নতুবা যদি মাথা অস্বাভাবিক বড় হয়, আর বাকি অঙ্গসমূহ ছোট হয়, তাহলে এটা লোকটির শারিরিক গঠণের সমস্যার প্রমাণ বহন করে, যা তার বুদ্ধির ভারসম্যতার কমতিকে আবশ্যক করে থাকে।

আর আবু সঊদের টিকায় আছে। তাতে কতিপয় লোক থেকে এমন একটি বিষয় বর্ণনা করেছে তা উল্লেখ করাই সমীচিন নয় লেখাতো দূরে থাক।
সেখানে লিখা আছে যে, তারা মনে হয় ইঙ্গিত করেছেন এদিকে যে, এখানে অঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য পুরুষের লজ্জাস্থান।

★নামধারী আহলে হাদিস ও পাঠকদের প্রতি আরজঃ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে আদ্দুররুল মুখতার তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রদ্দুল মুহতারের আসল ইবারত ও তার অনুবাদ। যাদের মাথায় আল্লাহ তায়ালা সামান্য পরিমাণও ঘিলু দিয়েছেন, তারা কখনও বলতে পারবেনা যে, উক্ত কিতাব দুটিতে আপত্তিকর কিছু বলা হয়েছে।

লজ্জাস্থান ছোট হওয়া ইমামতির অধিক হকদার, এমতটি মূলত এটা কার দলীল? একথা কে বলেছেন? আদ্দুররুল মুখতার প্রণেতা আল্লামা হাসকাফী রহিমাহুল্লাহ? নাকি রদ্দুল মুহতার প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহিমাহুল্লাহ?

এ দু'জনের কেউইতো একথা বলেন নি। বরং রদ্দুল মুহতার প্রণেতা আল্লামা শামী রহিমাহুল্লাহ আবু সউদের টিকায় অঙ্গ দ্বারা যে, উদ্দেশ্য অস্পষ্টভাবে লজ্জা স্থান নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। সেটার ভুল হওয়া ও অনুচিত হওয়া তিনি স্পষ্ট শব্দে তা উল্লেখ করেছেন।

তিনি যেটা উদ্দেশ্য নেয়াকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেটা তার নিজের বক্তব্য হয় কী করে? এরকম মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি করার নাম কি দ্বীন প্রচার? এর নামই কি কুরআন আর সহীহ হাদীসের উপর আমল করা? বিচারের দায়িত্ব পাঠক মহলরে কাছেই অর্পন করলাম।

যাদের সামান্যতম আকল বলতে নেই, তারা কাঠ মিস্ত্রী, ঘড়ির মেকার ইত্যাদি হতে পারে; কিন্তু কুরআনুল কারিম আর সহীহ হাদীস বুঝে, সেই মোতাবেক আমল করার সামর্থ তাদের নেই।

★অঙ্গ দ্বারা কি উদ্দেশ্যঃ

আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে বলা হয়েছে,যার অঙ্গ ছোট হবে। এখন প্রশ্ন আসে অঙ্গ কাকে বলে? প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অঙ্গ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা>>>

★জীব বিজ্ঞানের ভাষায়- একাধিক টিস্যু নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করলে তাকে অঙ্গ বলে। পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড, হাড়, চোখ, মস্তিষ্ক, ত্বক, পেশি, মেরুদণ্ড, চোখ, কানসহ মানুষের কত শত শত অঙ্গ রয়েছে।

★মানুষের কয়কেটি অঙ্গের নাম ও কাজঃ

১. মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশটির নাম- সেরেব্রাম।

২. মানুষের চোখের মধ্যে থাকা রঙিন অংশ যা কতটা আলো চোখে প্রবেশ করবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করে— এর নাম কী- আইরিস।

৩. মানুষের ত্বক ও চুলের রং নির্ধারণকারী পদার্থের নাম কী- মেলালিন।

৪. শরীরে থাইয়ের সামনের দিকে থাকা পেশিকে বলা হয়- কোয়ার্ডরিসেপস।

৫. হৃদপিণ্ডের নিচের দিকে থাকা দুটি প্রকোষ্টকে- নিয়ল বলে।

৬. নখ কী পদার্থ দিয়ে তৈরি- ক্যারোটিন।

৭. মানুষের দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ- ত্বক।

৮. হাড়ের অভ্যন্তরে থাকা পদার্থটির নাম- বোন ম্যারো।

৯. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে হাড়- ২০৬ টি

১০. মানুষের দেহে ফুসফুস- ২টি।

১১. মানুষের কন্ঠনালির আরেক নাম- ল্যারিংস।

১২. নাকের দুই ফুঁটোকে কী বলে- নাসারন্ড্র।

১৩. বিশেষ গঠনের কোষের কারণে জিহ্বার মাধ্যমে মানুষ টক, মিষ্টি, তিক্ততা ও লবণাক্ততা বুঝতে পারে। বিশেষ গঠনের এই কোষের নাম- স্বাদ গ্রন্থি

১৪. যে হাড়ে মেরুদণ্ড তৈরি হয় তাকে- ভার্টেবরে বলে।

১৫. ডিএনএ-এর বিশেষ আকৃতিকে বলে- ডাবল হেলিক্স।

১৬. হৃদপিণ্ড থেকে সারা শরীরে রক্ত ছড়িয়ে যাওয়াকে বলে- রক্তসংবহন।

১৭. হৃদপিণ্ডসহ বুকের মধ্যে থাকা অঙ্গগুলোকে যে হাড়সমষ্টি রক্ষা করে তাকে- পাঁজর বলে।

১৮. লম্বা পাইপের মতো অঙ্গ যা গলা থেকে পাকস্থলীতে খাবার বয়ে নেয় তাকে- অন্ননালি বলে।

১৯. মানুষের ত্বকের বাইরের অংশকে- এপিডার্মিস বলে।

যেখানে আমাদের শরীরে শত-শত অঙ্গ আছে। আমাদের বুঝে আসে না সেখানে কথিত আহলে হাদীস নামধারীরা, কেন বাকি অঙ্গগুলোর নাম বাদ দিয়ে; কিতাবে বর্ণিত অঙ্গ শব্দের অর্থ, বিশেষ অঙ্গ [লজ্জা স্থান] নিচ্ছেন।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সমস্যা কোথায়। কারা ইলম চোর, কারা বেহায়া, কারা ধোঁকাবাজ এটা সহজেই বোধগম্য হয়ে যায়। স্পষ্ট করে লেখার/বলার প্রয়োজন নেই।

★আহলে হাদিস নামধারীদের বাড়ির খবরঃ

গায়রে মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীসদের মান্যবর আলেম মৌলবী ওয়াহিদুজ্জান সাহেব [নুজুলুল আবরারের ৯৬ পৃষ্ঠায়] ইমামতির অধিক হকদারের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন-

★পূর্বের শর্তের পর, যার স্ত্রী অধিক সুন্দরী। তারপর অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি, তারপর অধিক মর্যাদাবান, তারপর অধিক পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধানকারী ইমামতির অধিক হকদার। সবশেষে যার [মাথা বড় ও পা ছোট হয়] সে ইমামতির অধিক হকদার।

নুজুলুল আবরারে ছোট পা স্পষ্ট শব্দে বলা হয়েছে, আর আদ্দুররুল মুখতারে পা না বলে আরেকটু আমভাবে অঙ্গ বলা হয়েছে। নুজুলুল আবরারের পা, আর আদ্দুররুল মুখতারের অঙ্গ একই জিনিস। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল গায়রে মুকাল্লিদের লেবাসধারী অঙ্গ বলতে বুঝেন শুধু বিশেষ অঙ্গটিকেই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সকল মাজহাব, ফিকহ্ অস্বীকারকারী মিথ্যুকদের জালিয়াতি থেকে হিফাযত করুন, আমিন।

লেখকঃ আবু বকর মোহাম্মদ সালেহ আল হানাফি।